করিন্থের ইমানদার-দলের কাছে লেখা পৌলের দ্বিতীয় চিঠি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু: ৩

[১]আমরা কি আবারও নিজেদের প্রশংসা করতে শুরু করেছি? নিশ্চয়ই অন্যদের মতো তোমাদের কাছ থেকে আমাদের কোনো প্রশংসা পত্রের প্রয়োজন নেই, আছে কি?

[২]তোমরা নিজেরাই আমাদের চিঠি, যা আমাদের হৃদয়ে লেখা রয়েছে, যা প্রত্যেকেই জানতে ও পড়তে পারে; [৩]এবং তোমরাই তা প্রমান করো, যা আমাদেও দ্বারা প্রস্তুত করা হয়েছে, যা কালি দিয়ে নয়, কিন্তু জীবন্ত আল্লাহর রুহ দিয়ে লেখা, পাথর-ফলকে নয়, কিন্তু মানুষের হৃদয়-ফলকে লেখা হয়েছে।

[৪]আর মসিহের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি আমাদের এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস আছে। [৫]এটা নয় যে আমরা নিজেরাই নিজেদের গুণে কোন কিছু করতে পারার দাবী করতে পারি, তা নয়; কিন্তু আমাদের সেই যোগ্যতা আল্লাহ থেকে পাওয়া, [৬]তিনিই আমাদেরকে এক নতুন ওয়াদা-চুক্তির খাদেম হিসেবে যোগ্য করে তুলেছেন- যা লিখিত শরিয়তে নয় কিন্তু রুহের; কারণ লিখিত শরিয়ত মৃত্যু আনে, কিন্তু আল্লাহর রুহ জীবন দান করে।

[৭]পাথরে খোদাই করা মৃত্যুর সেবক যদি এমন মহিমার সংগে আসে যে, বনি-ইস্রায়েলের লোকেরা হযরত মুসা আ. এর মুখের নূরানী উজ্জলতার কারণে তাঁর মুখের দিকে তাকাতে পারে নি, যা এখন অপসারিত হয়েছে, [৮]সেই নূরানী ভাব তো লোপ পাচ্ছিলো, তা হলে আল্লাহর রুহের খাদেম আরও কতো মহিমাপূর্ণই না হবে?

[৯]কারণ যদি দোষী সাব্যস্ত করার খেদমত মহিমায় পূর্ণ হয়, তাহলে ধার্মিকতার খেদমত আরও কতো না অধিক মহিমাপূর্ণ!

[১০]বস্তুত এককালে যা মহিমাপূর্ণ ছিলো, তা আরোও মহৎ গৌরবের কারণে তার সেই গৌরব হারিয়ে ফেলেছে; [১১]কেননা যা লোপ পাচ্ছিলো তা যদি মহিমাপূর্ণ হয়, তবে যা চিরস্থায়ী তা কতোই না অধিক মহিমাপূর্ণ! [১২]অতএব, আমাদের এই রকম দৃঢ় আশা আছে বলেই আমরা দুর্দান্ত সাহসের সঙ্গে কথা বলি; [১৩]হযরত মুসা আ. এর মতো নয়, তিনি তো মুখের ওপরে আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখতেন যেন বনি-ইস্রায়েল তাঁর মুখের উজ্জ্বলতা কমে যাওয়া দেখতে না পায়, [১৪]কিন্তু তাদের মন কঠিন ছিলো। প্রকৃতপক্ষে, আজ অবধি যারা পুরাতন ওয়াদানামার পাঠ শোনে, তখন সেই একই আবরণ আজ পর্যন্ত সেখানেই রয়েছে, কেবল সেই আবরণ একমাত্র মসিহেই সরানো হয়;

[১৫]বস্তুত, আজ পর্যন্ত যখনই হযরত মুসা আ. এর কিতাব তেলাওয়াত করা হয়, তখন তাদের মনের ওপর একটি আবরণ থাকে; [১৬]কিন্তু যখনই কেউ মসিহের দিকে ফেরে, তখন সেই আবরণ সরে যায়।

[১৭]এখন মসিহই আল্লাহর রুহ; এবং যেখানে আল্লাহর রুহ, সেখানেই স্বাধীনতা। [১৮]আর আমরা সবাই, অনাবৃত মুখে, আয়নায় প্রতিফলিত মসিহের মহিমা দেখতে পাই, আমরা তাঁরই প্রতিচ্ছবিতে ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়া মহিমায় রূপান্তরিত হই, কারণ এটি আল্লাহর রুহ থেকে আসে।